সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

করোনা মহামারীকালীন অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণে বিদ্যালয় পরিদর্শনের বিকল্প প্রস্তাব :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে দেশের অটিজম ও এনডিডি শিশুদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং তাদেরকে শিক্ষার মূলধারার সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে **ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ** (শীর্ষক প্রকল্পটি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীন **টিটিসি**,এইচ এস টিটি আই,বিএমটিটি আই সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক/ সহকারী প্রধান শিক্ষক, মাদ্রাসার সুপার/ সহকারী প্রধান সুপার/ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা , অটিজম ও এন ডিডির শিক্ষার্থী/ শিশুদের পিতা-মাতা/ অভিভাবক এবং প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে পাঁচদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণটি শিশুদের জীবনমান সুরক্ষা এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। সর্বোপরি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি সবার করণীয় এবং অটিজম বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কোভিড -১৯ মহামারীতে মার্চ -২০২০ থেকে অদ্যাবধি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরাসরি পঠন-পাঠন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় **NAAND** কর্তৃক পাঁচদিন ব্যাপী অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণটি সম্পুর্ণ বন্ধ আছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন এবং সরকার নির্দেশিত অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু/ প্রতিবন্ধী শিশুরা কার্যত গৃহবন্দী অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। এসব শিশুদের অভিভাবকবৃন্দ মানসিকভাবে চরম হতাশায় নিমজ্জিত। এছাড়া্ উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বেতনবিহীন জীবন পরিচালনা করছেন। উল্লেখ্য, বিশ্বের যেকোন মহামারী চলাকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় দুর্বল মানুষ। সেই দিক বিবেচনায় প্রতিবন্ধী শিশুরা বর্তমানে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। এমতাবস্থায়, **NAAND** কর্তৃক পাঁচদিন ব্যাপী অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণটি পুনরায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুরু করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাঁচদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের চতুর্থ কর্মদিবসে বিদ্যালয় পরিদর্শনের বিষয়টি বিকল্প উপায়ে পরিচালনার জন্যে প্রস্তাব পেশ করছি।

প্রস্তাব-১

প্রশিক্ষণার্থীদের ১০ (দশ) টি দলে ভাগ করে অর্থাৎ ১ টি দলে ৪ জন প্রশিক্ষণার্থী ও ১ জন প্রশিক্ষক= মোট ৫ জন ১ (এক) জন প্রতিবন্ধী শিশুর বাসায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরেজমিন পরিদর্শন করা।

- পরিদর্শনের পূর্বেই শিশুদের অভিভাবকদের সাথে পরিদর্শনের সদয় অনুমতি গ্রহণ ;
- শিক্ষার্থীর বাসায় কোন প্রকার আতিথ্য গ্রহণ না করা; (বিষয়টি পূর্বেই অভিভাবককে অবহিত করে নিশ্চিত করা);
- পরিদর্শন দলের পক্ষ থেকে উক্ত শিক্ষার্থীর সৌজন্য উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করা।

প্রস্তাব-২

উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে অটিজম আক্রান্ত শিশুসহ তাদের মা-বাবা/ অভিভাবকে প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে আনার ব্যবস্থ্য করা।

- শিশু এবং তাদের অভিভাবকগণকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা;
- যাতায়াত খরচ ও আপ্যায়ন করা;
- শিশুদের সৌজন্য উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করা।

সুপারিশ:

কোভিড-১৯ কালীন বাংলাদেশের অসংখ্য অটিজম আক্রান্ত শিশুর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। করোনা মহামারী যদি আরো দীর্ঘায়িত হয় , তাহলে এধরণের শিশুদের বিকাশ মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হবে। বিরুপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে প্রতিবন্ধী শিশুদের গড়ে তোলা এবং তাদের প্রতি সমাজের সচেতনতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণের জন্যে অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে।

প্রফেসর ড. শেখ মো: রেজাউল করিম-৮২২৫
অধ্যক্ষ
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা